কালের কণ্ঠ

তারিখ 08 JUN 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

এমপিও-নীতিমালায় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

কঠোর হচ্ছে এমপিওভুক্তির শর্ত। পাবলিক পরীক্ষায় পাসের হার ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ না হলে এর জন্য বিবেচনা করা হবে না। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি (সরকারের কাছ থেকে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার অংশ প্রাপ্তি) বিষয়ক নির্দেশিকার সংশোধনীবিষয়ক প্রস্তাবে (এমপিও-নীতিমালা) এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

- ▶ কঠোর হচ্ছে এমপিওভুক্তির শর্ত
- ▶ শিক্ষক-কর্মচারীর লক্ষাধিক পদ বাড়বে
- ▶ এমপিওভুক্তির জন্য পাসের হার ৬০-৭০ শতাংশ হতে হবে

গতকাল শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত নীতিমালা-সংক্রান্ত এক সেমিনারে এ প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম) সেমিনারে এটি উপস্থাপন করেন মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ 'এমপিও'র পরিবর্তে নতুন টার্ম ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। শিক্ষাসচিব এটিকে বিধিমালা আখ্যা দেওয়া যায় কি না তা খতিয়ে দেখার প্রস্তাব করেন।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকায়ও পরিবর্তন আনা হচ্ছে। পাঠক্রমের প্রতিটি বিষয়ের জন্য একজন করে শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত নতুন বিষয়গুলোর জন্যও শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে এমপিওভুক্ত ২৬ হাজার স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় শিক্ষক-কর্মচারীর এক লাখ তিন হাজার ৩২টি নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রস্তাবিত নীতিমালা ও জনবল কাঠামোর সংশোধনীর ওপর বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সবার মতামত গ্রহণের জন্যই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মতামতের ভিত্তিতে নীতিমালা ও সংশোধনী চূড়ান্ত করা হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নতুন এমপিওভুক্তি প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, 'এ নিয়ে আমরা চাপে আছি, টাকা না পেলে হবে না। নীতিমালা চূড়ান্ত হলে এ লক্ষ্যে আমরা একধাপ এগিয়ে যাব।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এমপিওভুক্তির বাইরে প্রায় ৯ হাজার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা রয়েছে। ২০০৯ সালের পর থেকে এমপিওভুক্তি বন্ধ রয়েছে। এমপিওভুক্তির জন্য আগে পাবলিক পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ পাসের হারের শর্ত ছিল। এখন ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার জন্য ৭০ শতাংশ এবং একাদশ থেকে পঞ্চদশ শ্রেণি পর্যন্ত কলেজ-মাদ্রাসার জন্য ৬০ শতাংশ পাসের হার নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত নীতিমালায় একজন করে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। শিক্ষাসংশ্লিষ্টদের মতে, এ কারণে শিক্ষার মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে না। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতও বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছেন। গত বৃহস্পতিবার সংসদে বাজেট বক্তৃতায় তিনি বলেন, এ স্তরে শিক্ষার মান বেশ নিম্নপর্যায়ে রয়েছে। এর কারণ হিসেবে মানসম্মত শিক্ষকের অভাবকে দায়ী করেন তিনি।

বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাংলা, ইংরেজি ও সামাজিক বিজ্ঞান—এ তিন বিষয়ের জন্য শিক্ষকের পদ রয়েছে মাত্র একটি। সংশোধনীতে প্রতিটি বিষয়ের জন্য একটি করে শিক্ষকের পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে। কৃষি ও গার্হস্থ্য বিষয়ের জন্য শিক্ষক পদ আছে একটি। এর জন্য আরেকটি শিক্ষক পদের প্রস্তাব করা হয়েছে। আবশ্যিক বিষয় হিসেবে সংযুক্ত 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' এবং 'চারু ও কারুকলা'র জন্য দুটি শিক্ষক পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী, এমএলএসএস (দারোয়ান/মালী/ঝাড়ুদার) পদ রয়েছে একটি। এর জন্য আরো দুটি এবং নৈশপ্রহরীর পদের প্রস্তাব করা হয়েছে। নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মচারীর পদ আরো সাতটি বাড়িয়ে মোট ১৬টি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই সাতটি পদ অনুমোদন পেলে তিন হাজার ৩৩৭টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২৩ হাজার ৩৫৯টি নতুন পদ সৃষ্টি হবে। শিক্ষকস্বল্পতা প্রসঙ্গে শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান সেমিনারে বলেন, একজন শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে যদি বলা হয়, বাংলা ও ইংরেজি পড়ান; তাহলে কী ফল পাওয়া যাবে তা সহজেই বোঝা যায়। প্রস্তাবিত নীতিমালা দ্রুত চূড়ান্ত করা হবে বলে তিনি জানান। প্রস্তাবিত নীতিমালায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও অনুরূপ পদ সৃষ্টির পাশাপাশি ব্যবসায় শিক্ষার জন্য একটি এবং বিজ্ঞানের একটি পদের জায়গায় বিজ্ঞান-ভৌত ও বিজ্ঞান-জীব এই দুটি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাব অনুমোদন পেলে ১২ হাজার ৭৭২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২৫ হাজার ৩৪৪টি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি হবে। উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ পর্যায়ে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়ের জন্য একটি শিক্ষক পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে এক হাজার ৪৩৬টি নতুন পদ সৃষ্টি হবে।